Siddhanta's International Journal of
Advanced Research in Arts & Humanities
An International Peer Reviewed, Refereed Journal
Impact Factor : 5.9, ISSN(O) : 2584-2692
Vol. 1, Issue 6(1), July-August 2024
(Role of Bengal in Freedom Struggle of India - Special Issue)
Available online : https://sijarah.com/

ভারতে স্বাধীনতা আন্দোলনে মহিলাদের ভূমিকা

অতীন কুমার মাইতি, সমাজতত্ত্ব বিভাগ

SACT, **স্বর্নময়ী যোগেন্দ্রনাথ মহাবিদ্যালয়, আমদাবাদ, নন্দীগ্রাম, ৭২১৬৫০**

ফোন নম্বর – ৯০৮৩২৭২৬৯২, ইমেইল *–atinmaity1994@gmail.com*

সারসংক্ষেপ :

ভারতে স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস মহিলাদের অবদানের উল্লেখ না করলে অসম্পূর্ণ হবে। ভারতের নবরেখার মহিলাদের করা বলিদান অগ্রগণ্য স্থান দখল করবে। স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস মহিলাদের ত্যাগ, নিঃস্বার্থ, সাহসিকতার গাথায় পরিপূর্ণ। আমরা অনেকেই জানি না যে এমন শত শত মহিলা ছিলেন যারা তাদের পুরুষ সমকক্ষের সাথে পাশাপাশি থেকে লড়াই করেছিলেন। তারা সত্যিকারের চেতনা এবং নিরঙ্কুশ সাহস নিয়ে লড়াই করেছিল। ভারতীয় মহিলারা বিভিন্ন বিধিনিষেধ থেকে সরে এসে তাদের ঐতিহ্যগত গৃহমুখী ভূমিকা ও দায়িত্ব থেকে বেরিয়ে এসেছে। তাই স্বাধীনতা সংগ্রাম ও জাতীয় জাগরণে মহিলাদের অংশগ্রহণ অবিশ্বাস্য ও প্রশংসনীয় । যাইহোক, পুরুষের আধিপত্যশীল সমাজে যোদ্ধা হিসাবে মহিলাদের জন্য লড়াই করা সহজ নয়। যদিও মহিলারা এই ধরনের গোঁড়া লোকদের ধারণা পরিবর্তন করার চেষ্টা করেছিল যারা ভেবেছিল যে মহিলারা কেবল মাত্র গৃহস্থালির কাজ করার জন্যই এই পৃথিবীতে এসেছে। মহিলারা কেবল তাদের জীবনই বিসর্জন দেয় না বরং এই জাতীয় সমস্যাগুলির সাথে লড়াই করে। যেমন রানী ভেলু নাচিয়ার ছিলেন শিবগঙ্গা এস্টেটের রানী, তিনি ১৮ শতকে ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির বিরুদ্ধে লড়াই করেছিলেন। এছাড়া কিত্তুর চেন্নাম্মা ছিলেন কিত্তুরের (বর্তমানে কর্ণাটকে) রানী হিসাবে তিনি ১৯ শতকের গোড়ার দিকে ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র

Siddhanta's International Journal of
Advanced Research in Arts & Humanities
An International Peer Reviewed, Refereed Journal
Impact Factor : 5.9, ISSN(O) : 2584-2692
Vol. 1, Issue 6(1), July-August 2024
(Role of Bengal in Freedom Struggle of India - Special Issue)
Available online : https://sijarah.com/

প্রতিরোধের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। অবন্তীবাঈ ছিলেন ১৮৫৭ সালের ভারতীয় বিদ্রোহের সময় তিনি ব্রিটিশদের বিরোধিতা করেছিলেন এবং তাদের বিরুদ্ধে সেনাবাহিনীর নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। এছাড়া রানী লক্ষ্মীবাই কথা বলা যায় যিনি ছিলেন এমন একজন নারী তিনি সমস্ত প্রতিকূলতাকে প্রশমিত করে ব্রিটিশ ভূমিকার বিরুদ্ধে লড়াই করেছিলেন, তাঁদের সাহস ও দায়বদ্ধতা প্রজন্মের পর প্রজন্মকে অনুপ্রাণিত করে চলেছে, তাই এই গবেষণাপত্রটি তাদের উগ্র স্বভাব দেখিয়ে ইতিহাসে যে উত্তরাধিকার দেখিয়েছিল তা তুলে ধরার অধিকারী।

ভারতের মহিলাদের ত্যাগ সর্বাগ্রে স্থান দখল করবে । অধিকাংশ পুরুষ মুক্তিযোদ্ধা যখন কারাগারে তখন মহিলারা এগিয়ে এসে সংগ্রামের দায়িত্ব নেন । তারা সত্যিকারের চেতনা ও নিরঙ্কুশ সাহসের সাথে লড়াই করেছে এবং আমাদের স্বাধীনতা অর্জনের জন্য বিভিন্ন নির্যাতন, শোষণ এবং কষ্টের মুখোমুখি হয়েছে ।

মূলশব্দ:

সমাজ, ভারতীয় নারী, স্বাধীনতা আন্দোলন ।

ভূমিকা:

সমাজ ভূমিকা স্বাধীনতার পূর্ববর্তী সময়ে, দেশের অভ্যন্তরে মহিলাদের অবস্থা ছিল বঞ্চিত অবস্থায় । এর প্রধান কারণ ছিল, পুরুষের আধিপত্য । মহিলাদের প্রধান দায়িত্বগুলি গৃহস্থালীর দায়িত্ব বাস্তবায়নের প্রতি নিবেদিত ছিল এবং তাদের অন্যান্য কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য অংশগ্রহণের অনুমতি দেওয়া হতো না, এছাড়া যেখানে তারা তাদের ধারণা এবং দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশ করার অনুমতি দেয়নি । এই সময়ের মধ্যে, অনেকগুলি ব্যবস্থা চালু করা হয়েছিল, যা মহিলাদের উপর প্রতিকূল প্রভাব ফেলেছিল । এর মধ্যে রয়েছে বাল্যবিবাহ, পুনর্বিবাহ, কন্যাভ্রূণ হত্যা, পরদা প্রথা, সতীদাহ প্রথা ও বহুবিবাহের ওপর নিষেধাজ্ঞা

Siddhanta's International Journal of
Advanced Research in Arts & Humanities
An International Peer Reviewed, Refereed Journal
Impact Factor : 5.9, ISSN(O) : 2584-2692
Vol. 1, Issue 6(1), July-August 2024
(Role of Bengal in Freedom Struggle of India - Special Issue)
Available online : https://sijarah.com/

আরোপ করা হয়েছিল । ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সময়কালে, রাজা রামমোহন রায়, ইশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর এবং জ্যোতিবা ফুলের মতো অনেক সমাজ সংস্কারক ভারতীয় সমাজে মহিলাদের মর্যাদায় পরিবর্তন আনার সাথে যুক্ত অসংখ্য চ্যালেঞ্জের মধ্যে পড়েছিলেন । এই সময়কালে অনেক মহিলারা ছিলেন, যারা মার্শাল আর্টের শিল্পও আয়ত্ত করেছিলেন । এদের মধ্যে রানী লক্ষ্মীবাই যিনি দেশের স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ করেছিলেন ।

উদ্দেশ্য

১. সাধারণভাবে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন অধ্যয়ন করা।

২. বিভিন্ন নারী মুক্তিযোদ্ধা সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টি করা।

৩. ভারতীয় মহিলাদের সামাজিক অর্থনৈতিক মুক্তি দেখানো।

৪. ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে মহিলা মুক্তিযোদ্ধাদের ভূমিকা অন্বেষণ করা।

৫. ভারতীয় মহিলাদের তাদের কষ্ট এবং ত্যাগ তুলে ধরা।

গবেষণা পদ্ধতি

এই গবেষণাপত্রটি লেখার জন্য, তথ্যগুলি মূলত পাঠ্য পদ্ধতিতে মনোনিবেশ করেছে, বিশিষ্ট পণ্ডিতদের লেখা বই এবং প্রবন্ধ, বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক জার্নালে লেখা গবেষণাপত্রগুলিকে এই কাগজের কাঠামোর জন্য বিবেচনা করা হয়েছে । সুতরাং, এই গবেষণাপত্রটি লিখতে গৌণ তথ্য ব্যবহার করা হয়েছে ।

সাহিত্যের পর্যালোচনা:

Siddhanta's International Journal of
Advanced Research in Arts & Humanities
An International Peer Reviewed, Refereed Journal
Impact Factor : 5.9, ISSN(O) : 2584-2692
Vol. 1, Issue 6(1), July-August 2024
(Role of Bengal in Freedom Struggle of India - Special Issue)
Available online : https://sijarah.com/

"ভারতে স্বাধীনতা আন্দোলনে মহিলাদের ভূমিকা" বিষয়ক বেশ কিছু পুরাণ কাজ আছে কিছু গুরুত্বপূর্ণ বই ও প্রবন্ধ নিম্নরূপ:-

১. জুডিথ ব্রাউন (১৯৭২)[9]: বইটি আন্দোলনে নারীদের অংশগ্রহণকে রাজনৈতিক উপদ্রব হিসেবে বর্ণনা করে।

২. পি.এন. চোপড়া (১৯৭৫)[10]: এই বইটি ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে ভারতীয় নারীদের বীরত্বপূর্ণ ভূমিকাকে তুলে ধরে এবং তাদের ত্যাগ, নিঃস্বার্থতা, সাহসিকতার কাহিনীও ব্যাখ্যা করে । তারা সত্যিকারের চেতনা ও নিঃস্বার্থ সাহস নিয়ে লড়াই করেছিল ।

৩. মনমোহন কৌর (১৯৮৫)[11]: এই বইটি ১৮৫৭ থেকে ১৯৪৭ পর্যন্ত এই সময়কালের স্বাধীনতা সংগ্রামে ভারতের মহিলাদেরকে কভার করে । এটি ১৮৫৭ থেকে শুরু হয় যখন স্বাধীনতার প্রথম প্রচেষ্টা করা হয়েছিল এবং ১৯৪৭ এর সাথে শেষ হয় ।

৪. ও. পি. রালহান (১৯৯৫)[12]: এই বইটি ভারতীয় নারীদের সামাজিক অর্থনৈতিক অবস্থাকে কভার করে যারা আমাদের সমাজের বিবর্তনে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল, লেখক প্রাচীন কাল থেকে আধুনিক যুগ থেকে ভারতীয় মহিলাদের ভূমিকাও তুলে ধরেন। এই নারীদের মহান অবদান বর্তমান প্রজন্মকে জানাতে হবে ।

[9] Judith Brown; Gandhi and the Civil disobedience movement, Cambridge University Press, 1972.
[10] P.N Chopra; Women in India freedom struggle, Published by Ministry of Education and social welfare, Govt. of India, New Delhi, 1975.
[11] Manmohan Kaur; Women in India freedom struggle, Sterling Publishers, New Delhi, 1985.
[12] O.P Ralhan; Indian women through ages Vol 5, Eminent Indian women in politics, Anmol Publications, New Delhi, 1995.

Siddhanta's International Journal of
Advanced Research in Arts & Humanities
An International Peer Reviewed, Refereed Journal
Impact Factor : 5.9, ISSN(O) : 2584-2692
Vol. 1, Issue 6(1), July-August 2024
(Role of Bengal in Freedom Struggle of India - Special Issue)
Available online : https://sijarah.com/

৫. সুরুচি থাপার (২০০৬)[13]: তিনি ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে চমৎকার কাজ করেছেন । এই বইটি উল্লেখযোগ্যভাবে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে, বিশেষ করে যুক্ত প্রদেশে সাধারণ মধ্যবিত্ত মহিলাদের জাতীয়তাবাদী অংশগ্রহণের উপর আলোকপাত করে। লেখক সরোজিনী নাইডু, বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত, সুচেতা কিরিপালানি এবং অ্যানি বেজেন্টের মতো বিশিষ্ট নারী নেত্রীদের তুলে ধরেছেন ।

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের মাইলফলক

১৮৫৭ সালের বিদ্রোহ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ঔপনিবেশিক নিপীড়ন থেকে স্বাধীনতার লড়াইয়ের সচেতনতার সূচনা হয় । ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহ সিপাহী বিদ্রোহ অথবা ভারতের প্রথম স্বাধীনতা যুদ্ধ সহ অনেক নামে পরিচিত ছিল। ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহ হিসেবে শুরু হলেও অচিরেই তা বিদেশী আধিপত্য উৎখাতের জন্য সারা দেশে ছড়িয়ে পড়ে। ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহ সফল হয়নি তবে এটি স্বাধীনতার জন্য আগুন ছড়িয়ে দেয়, যা শেষ পর্যন্ত ভারতে ব্রিটিশ শাসনের অবসান ঘটানোর চূড়ান্ত লক্ষ্য নিয়ে ভারতীয় জাতীয় আন্দোলনের একটি পরম্পরা তৈরি করে।

এই নিবন্ধটি ১৮৫৭ পরবর্তী প্রধান ভারতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনের একটি বিশদ বিবরণ দেয়, যা ১৯৪৭ সালে স্বাধীনতা অর্জনে অবদান রেখেছিল। অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ শতাব্দীতে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক আমলে ব্রিটিশদের নৃশংসতার বিরুদ্ধে সামাজিক সংগ্রামের মধ্যে কৃষক আন্দোলনও অন্তর্ভুক্ত ছিল।

প্রধান প্রধান ভারতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনের তালিকা [১৮৫৭-১৯৪৭]	
বছর	ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রাম
১৮৫৭ সাল	১৮৫৭ সালের বিদ্রোহ সিপাহী বিদ্রোহ মিরাটে শুরু হয়ে দিল্লি, আগ্রা, কানপুর ও

[13] Suruchi Thaper; Women in the Indian National Movement: Unseen faces and unheard voices, 1930-42, BJorkert, 2006.

Siddhanta's International Journal of
Advanced Research in Arts & Humanities
An International Peer Reviewed, Refereed Journal
Impact Factor : 5.9, ISSN(O) : 2584-2692
Vol. 1, Issue 6(1), July-August 2024
(Role of Bengal in Freedom Struggle of India - Special Issue)
Available online : https://sijarah.com/

	লক্ষ্ণৌতে ছড়িয়ে পড়ে ।
১৯০৫ - ১৯১১ সাল	স্বদেশী আন্দোলন লর্ড কার্জন কর্তৃক বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন ।
১৯১৪ - ১৯১৭ সাল	গদর আন্দোলন কোমাগাতা মারু ঘটনা।
১৯১৬ – ১৯১৮ সাল	হোম রুল আন্দোলন বাল গঙ্গাধর তিলক এবং অ্যানি বেসান্ত দ্বারা শুরু।
১৯১৭ সাল	চম্পারণ সত্যাগ্রহ মহাত্মা গান্ধীর ভারতে প্রথম অহিংস প্রতিবাদ ।
১৯১৯ সাল	রাওলাট সত্যাগ্রহ।
১৯২০ সাল	খিলাফত ও অসহযোগ আন্দোলন গান্ধীর নেতৃত্বে প্রথম গণআন্দোলন।
১৯৩০ সাল	নাগরিক অবাধ্যতা আন্দোলন লবণ আইন ভঙ্গ করার জন্য চালু হয়েছিল ।
১৯৪০ সাল	স্বতন্ত্র সত্যাগ্রহ ১৯৪০ সালের আগস্ট অফারের বিরুদ্ধে চালু হয়।
১৯৪২ সাল	ভারত ছাড়ো আন্দোলন: গান্ধী ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে তার তৃতীয় বড় আন্দোলন শুরু করেন।

ভারতে জাতীয় আন্দোলনে নারী

সরোজিনী নাইডু :- সরোজিনী চট্টোপাধ্যায় নাইডু ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের অন্যতম প্রধান ব্যক্তিত্ব ছিলেন। কবি হিসাবে তাঁর কাজের জন্য তিনি মহাত্মা গান্ধীর কাছ থেকে 'ভারতের নাইটিঙ্গেল' উপাধি অর্জন করেছিলেন। ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গের পর সরোজিনী নাইডু ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা নিতে শুরু করেন। মহাত্মা গান্ধী, গোপাল কৃষ্ণ গোখলে (জন্ম ৯ মে, ১৮৬৬) এবং রবীন্দ্রনাথ

Siddhanta's International Journal of
Advanced Research in Arts & Humanities
An International Peer Reviewed, Refereed Journal
Impact Factor : 5.9, ISSN(O) : 2584-2692
Vol. 1, Issue 6(1), July-August 2024
(Role of Bengal in Freedom Struggle of India - Special Issue)
Available online : https://sijarah.com/

ঠাকুরের মতো নেতাদের সাথে তার সাক্ষাত তাকে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক সরকারের বিরুদ্ধে এবং সামাজিক সংস্কারের দিকে কাজ করতে অনুপ্রাণিত করেছিল। ১৯১৫ থেকে ১৯১৮ সালের মধ্যে তিনি সমাজকল্যাণ, নারীমুক্তি ইত্যাদি বিষয়ে বক্তৃতা দেওয়ার জন্য দেশের বিভিন্ন প্রান্ত ভ্রমণ করেন। সরোজিনী নাইডু মহাত্মা গান্ধীর সাথে লবণ মার্চে অংশ নিয়েছিলেন।

রানী লক্ষ্মী বাঈ :- রানী লক্ষ্মী বাঈ তার অসামান্য সাহসিকতার জন্য পরিচিত ছিলেন, যিনি ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে স্বাধীনতা সংগ্রামে একটি গুরুত্বপূর্ণ নাম ছিলেন। এই বিভাগে স্বাধীন ভারতের স্বপ্ন পূরণের জন্য ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে পরিচালিত তাঁর প্রধান ক্রিয়াকলাপগুলি তুলে ধরা হয়েছে। স্যার হিউ রোজ মন্তব্য করেছেন, "তার সৌন্দর্য, চতুরতা এবং অধ্যবসায়ের জন্য উল্লেখযোগ্য, তিনি সমস্ত বিদ্রোহী নেতাদের মধ্যে সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ ও সাহসী ছিলেন। তিনি চিরকাল স্মরণীয় হয়ে থাকবেন একজন মহান শহীদ হিসেবে, যিনি স্বাধীনতার জন্য নিজের জীবন উৎসর্গ করেছেন। তিনি সাহস, বীরত্ব ও নারী শক্তির প্রতীক। রানী লক্ষ্মী বাঈ ভারতে পরবর্তী জাতীয়তাবাদীদের জন্য ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে প্রতিরোধের প্রতীক হয়ে ওঠেন।

বেগম হজরত মহল : - তিনি ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন এবং ব্রিটিশদের নিপীড়নের বিরুদ্ধে লড়াই করেছিলেন।

কমলাদেবী চট্টোপাধ্যায় :- কমলাদেবী চট্টোপাধ্যায় ছিলেন একজন স্বাধীনতা সংগ্রামী, সমাজ সংস্কারক এবং স্বাধীনতা-উত্তর ভারতে ভারতীয় হস্তশিল্প, হস্তচালিত তাঁত এবং থিয়েটারের নবজাগরণের পিছনে চালিকা শক্তি ছিলেন। ১৯২০ এর দশকের গোড়ার দিকে, যখন তিনি তার স্বামীর সাথে লন্ডনে ছিলেন, তখন তিনি অসহযোগ আন্দোলন সম্পর্কে জানতে পারেন এবং সেবা দলে যোগ দিতে ফিরে আসেন। ১৯২৬ সালে, তিনি বার্লিনে মহিলা আন্তর্জাতিক সম্মেলনে ভারতীয় মহিলা প্রতিনিধি দলের প্রতিনিধিত্ব

Siddhanta's International Journal of
Advanced Research in Arts & Humanities
An International Peer Reviewed, Refereed Journal
Impact Factor : 5.9, ISSN(O) : 2584-2692
Vol. 1, Issue 6(1), July-August 2024
(Role of Bengal in Freedom Struggle of India - Special Issue)
Available online : https://sijarah.com/

করেছিলেন এর ফলে তাকে ৯ মাসের সশ্রম কারাদণ্ড দেয়া হয়। ১৯২৭ সালে, তিনি অল ইন্ডিয়া উইমেন্স কনফারেন্সের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন, যা পূর্বে মার্গারেট ই কাজিন্স দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এবং তার প্রচেষ্টা এটিকে খ্যাতির একটি জাতীয় সংস্থায় পরিণত করেছিল। লবণ সত্যাগ্রহের সময়, তিনি বোম্বে সমুদ্র সৈকতের সামনে লবণ প্রস্তুত করার জন্য মহাত্মা গান্ধী দ্বারা গঠিত সাত সদস্যের নেতৃত্বাধীন দলের সদস্য ছিলেন। তিনি এবং অবন্তিকাবাঈ গোখলে এই দলের মাত্র দুজন মহিলা সদস্য ছিলেন। তিনি শুধু লবণ প্রস্তুত করেননি, নিকটবর্তী হাইকোর্টে গিয়ে বিচারককে এই 'ফ্রিডম সল্ট' কেনার প্রস্তাব দেন। "ফ্রিডম সল্ট" বিক্রি করার জন্য বোম্বে স্টক এক্সচেঞ্জে প্রবেশের চেষ্টা করার সময়, তিনি গ্রেপ্তার হন এবং এক বছর কারাগারে কাটান। তাই তিনিই প্রথম নারী যিনি স্বাধীনতা সংগ্রামে গ্রেফতার হন।

অ্যানি বেসান্ত :- অ্যানি বেসান্ত ছিলেন একজন ব্রিটিশ সমাজতান্ত্রিক, শিক্ষাবিদ এবং নারী অধিকার কর্মী যিনি ভারতে হোম রুল আন্দোলনকে উৎসাহিত করার জন্য পরিচিত ছিলেন। অ্যানি বেসান্ত ১৯০২ সালে লিখেছিলেন যে "ভারত তার সুবিধার জন্য শাসিত হয়নি, বরং তার বিজয়ীদের সুবিধার জন্য শাসিত হয়েছিল"। তিনি বর্ণ বৈষম্য এবং বাল্যবিবাহের মতো সামাজিক কুফলের বিরুদ্ধে লড়াই করার সময় জাতীয় জাগরণকে উৎসাহিত করেছিলেন। পরবর্তীকালের জন্য, তিনি ভারতে শিক্ষার উন্নতিতে অনেক সময় এবং প্রচেষ্টা উৎসর্গ করেছিলেন। ১৯১৬ সালে অ্যানি বেসান্ত অল ইন্ডিয়া হোম রুল লীগ চালু করেন। এটিই ভারতের প্রথম দল যারা সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দাবি করেছিল।

বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত :- বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত যিনি স্বাধীনতা সংগ্রামে অভাব ও কষ্ট সহ্য করেছিলেন, জন্মগ্রহণ করেছিলেন ১৯০০ সালের ১৮ আগস্ট, তিনি স্বরূপ কুমারী (সুন্দরী রাজকন্যা) নাম দেন। তিনি একটি বড় মেয়ে মহান পিতা পণ্ডিত মোতি লাল নেহরু, এলাহাবাদের একজন নেতৃস্থানীয় আইনজীবী, যিনি

Siddhanta's International Journal of
Advanced Research in Arts & Humanities
An International Peer Reviewed, Refereed Journal
Impact Factor : 5.9, ISSN(O) : 2584-2692
Vol. 1, Issue 6(1), July-August 2024
(Role of Bengal in Freedom Struggle of India - Special Issue)
Available online : https://sijarah.com/

অন্যতম বিশিষ্ট হয়ে ওঠেন জাতীয় নেতৃবৃন্দ। তার বাবা এবং মা স্বরূপ রানী নেহেরু উভয়ই জাতীয় কারণের প্রবল সমর্থক ছিলেন। বস্তুত এ কথা বলা ঠিক হবে যে, এই পরিবারের নবীন-প্রবীণরাই দেশের উদ্দেশ্যকে তাদের কাছে প্রিয় মনে করতেন হার্ট। তার বাবা বলেছিলেন যে দেশপ্রেম তার মেয়েদের রক্তে ছিল।[14] বিজয়লক্ষ্মীর শিক্ষা বাড়িতেই ছিল। পনেরো বছর বয়সে তিনি প্রথমবারের মতো উপস্থিত ছিলেন বাবা-মায়ের সঙ্গে বম্বেতে কংগ্রেসের অধিবেশনে। তিনি তার পিতাকে সভাপতিত্ব করতে দেখেছেন অমৃতসরে ১৯১৯ সালের কংগ্রেস অধিবেশন।[15] ১৯২১ সালের ৯ মে তিনি নিজের নাম পরিবর্তন করে বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত হন। তিনি ছিলেন এর অন্যতম অনুসারী গান্ধীজি। তিনি ১৯২৯ সালের লাহোরে অনুষ্ঠিত কংগ্রেসে যোগ দেন, যার সভাপতিত্ব করেন তার ভাই পণ্ডিত জওহর লাল নেহরু। তিনি একটি প্রস্তাব পাসের সাক্ষী ছিলেন যার মাধ্যমে কংগ্রেসের লক্ষ্য পরিবর্তন করা হয়েছিল।[16] বিজয়লক্ষ্মী ১৯৩০ এবং ১৯৩১-৩২ সালের আইন অমান্য আন্দোলনে সক্রিয় অংশ নিয়েছিলেন। এই সময়ে এই আন্দোলনে অংশ নিতে নিষেধ করা হয়। এই সময়ে কোনো রকম হুমকির তোয়াক্কা না করে তিনি তার কথা অব্যাহত রাখেন। ১৯৩২ সালের ২৭ জানুয়ারি তাকে গ্রেফতার করা হয় এবং এক বছরের কারাদণ্ড দেওয়া হয়।[1718]

দুর্গাবাই দেশমুখ :- দুর্গাবাই দেশমুখ ছিলেন একজন ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামী, আইনজীবী, সমাজকর্মী এবং রাজনীতিবিদ যিনি ভারতের সংবিধান গঠনে এবং সমাজকল্যাণ আইনের পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা

[14] Raj Kumar, Rameshwari Devi and Romila Pruthi (eds), Women and the Indian Freedom Struggle, V-6, Jaipur, 1998, p. 2.
[15] Padmini Sengupta, Pioneer Women of India, 1944, p. 155.
[16] Manmohan Kaur, Women in Indian's Freedom Struggle, New Delhi, 1985, p. 193.
[17] The Abhyudaya, 6th Nov. 1930, cited in Usha Bala, Indian Women Freedom Fighters 1857-1947, New Delhi, 1986, pp. 153-154.
[18] Padmini Sengupta, Pioneer Women of India, p. 155.

Siddhanta's International Journal of
Advanced Research in Arts & Humanities
An International Peer Reviewed, Refereed Journal
Impact Factor : 5.9, ISSN(O) : 2584-2692
Vol. 1, Issue 6(1), July-August 2024
(Role of Bengal in Freedom Struggle of India - Special Issue)
Available online : https://sijarah.com/

পালন করেছিলেন। নারীর ক্ষমতায়ন, শিক্ষা এবং সামাজিক সংস্কারের জন্য দুর্গাবাইয়ের উৎসর্গ ভারতীয় সমাজে স্থায়ী প্রভাব ফেলেছে এবং তার উত্তরাধিকার ভবিষ্যত প্রজন্মকে অনুপ্রাণিত করে চলেছে।

মৃদুলা সারাভাই :- মৃদুলা সারাভাই ছিলেন একজন বিশিষ্ট ভারতীয় সামাজিক কর্মী এবং রাজনীতিবিদ যিনি নারীর অধিকার ও সামাজিক ন্যায়বিচারের চ্যাম্পিয়ন হিসাবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন। দেশভাগের সময় তিনি জনতার দ্বারা অপহৃত মেয়েদের বাঁচাতে এবং হিন্দু ও মুসলিম উভয়ই শরণার্থীদের আঘাত বা হত্যা থেকে রক্ষা করার জন্য অত্যন্ত ব্যক্তিগত ঝুঁকি নিয়ে লড়াই করেছিলেন। পরবর্তীকালে ১৯৩৪ সালে তিনি গুজরাট থেকে প্রতিনিধি হিসাবে অল ইন্ডিয়ান কংগ্রেস কমিটিতে নির্বাচিত হন।

বাসন্তী দেবী :- ভারতে ব্রিটিশ শাসনের সময় একজন ভারতীয় স্বাধীনতা কর্মী ছিলেন। তিনি সমাজকর্মী চিত্তরঞ্জন দাশের স্ত্রী ছিলেন। ১৯২১ সালে দাসের গ্রেপ্তার এবং ১৯২৫ সালে মৃত্যুর পরে তিনি বিভিন্ন রাজনৈতিক ও সামাজিক আন্দোলনে সক্রিয় অংশ নেন এবং স্বাধীনতার পরে সামাজিক কাজ চালিয়ে যান। ১৯৭৩ সালে তিনি পদ্মবিভূষণ সম্মানে ভূষিত হন।

সুচেতা কৃপালনী :- একজন ভারতীয় মুক্তিযোদ্ধা এবং রাজনীতিবিদ ছিলেন। তিনি ভারতের প্রথম মহিলা মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন, ১৯৬৩ থেকে ১৯৬৭ সাল পর্যন্ত উত্তরপ্রদেশ সরকারের প্রধান হিসাবে দায়িত্ব পালন করেছিলেন। তার সমসাময়িক অরুণা আসফ আলী এবং ঊষা মেহতার মতো, তিনি ভারত ছাড়ো আন্দোলনের সময় সামনের সারিতে এসেছিলেন এবং ব্রিটিশদের দ্বারা গ্রেপ্তার হন। পরে দেশভাগের দাঙ্গার সময় তিনি মহাত্মা গান্ধীর সাথে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করেছিলেন।

Siddhanta's International Journal of
Advanced Research in Arts & Humanities
An International Peer Reviewed, Refereed Journal
Impact Factor : 5.9, ISSN(O) : 2584-2692
Vol. 1, Issue 6(1), July-August 2024
(Role of Bengal in Freedom Struggle of India - Special Issue)
Available online : https://sijarah.com/

কমলা দাশগুপ্ত :- ছিলেন বাংলা অঞ্চলের একজন ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামী। কমলা দাশগুপ্ত কলকাতায় বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সময় তরুণদের মধ্যে জাতীয়তাবাদী মতাদর্শের মুখোমুখি হন এবং দেশের মুক্তি আন্দোলনে অংশ নিতে তিনি তীব্রভাবে অনুপ্রাণিত হন।

মুথুলক্ষ্মী রেড্ডি :- একজন ভারতীয় চিকিৎসক, সমাজ সংস্কারক এবং পদ্মভূষণ পুরস্কার প্রাপক ছিলেন। মুথুলক্ষ্মী রেড্ডি 1926 সালে মাদ্রাজ আইন পরিষদে নিযুক্ত হন। এই মনোনয়নটি "সামাজিক নির্যাতন দূর করে এবং নৈতিক মানদণ্ডে সমতার জন্য কাজ করে মহিলাদের জন্য ভারসাম্য সংশোধন করার" জন্য তার আজীবন প্রচেষ্টার সূচনা করেছিল। তিনি ছিলেন একজন নারী আন্দোলনকর্মী ও সমাজ সংস্কারক। তৎকালীন ভারতে মেয়েদের বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হওয়া সত্ত্বেও, তিনি তার উচ্চ শিক্ষা সম্পন্ন করেন এবং চিকিৎসা পেশায় ভর্তি হন। ১৯০৭ সালে তিনি মাদ্রাজ মেডিকেল কলেজে যোগদান করেন, যেখানে তিনি একটি উজ্জ্বল একাডেমিক রেকর্ড অর্জন করেন। তার কৃতিত্বের জন্য বেশ কয়েকটি স্বর্ণপদক এবং পুরষ্কার সহ, রেড্ডি ১৯১২ সালে স্নাতক হন এবং ভারতের প্রথম মহিলা চিকিৎসকদের মধ্যে একজন হন। এর অব্যবহিত পরেই তিনি প্রথমে অ্যানি বেসান্ত এবং পরে মহাত্মা গান্ধীর প্রভাবাধীন হন।

ইন্দিরা গান্ধী :- আধুনিক ভারতের এক অসাধারণ নারী। ১৯৩৮ সালে তিনি ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সদস্য হন। ১৯৪৭ সালে ভারতের স্বাধীনতার সাথে সাথে তার জনসাধারণের ক্রিয়াকলাপ একটি নতুন পর্যায়ে প্রবেশ করে। প্রধানমন্ত্রীর বাসভবন পরিচালনার দায়িত্ব নেন তিনি। তিনি সংখ্যালঘুদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক অগ্রগতির জন্য নিরলসভাবে কাজ করেছেন। তিনি একটি আধুনিক, স্বনির্ভর ও গতিশীল অর্থনীতির স্বপ্ন দেখেছিলেন। তিনি ভারতের আত্মবিশ্বাসের অদম্য প্রতীক হয়ে উঠেছিলেন।

Siddhanta's International Journal of
Advanced Research in Arts & Humanities
An International Peer Reviewed, Refereed Journal
Impact Factor : 5.9, ISSN(O) : 2584-2692
Vol. 1, Issue 6(1), July-August 2024
(Role of Bengal in Freedom Struggle of India - Special Issue)
Available online : https://sijarah.com/

ঊষা মেহতা :- একজন রেডিও সম্প্রচারক যিনি স্বাধীনতা এবং প্রতিরোধের বার্তা ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য তার সম্প্রচার ব্যবহার করেছিলেন।

লক্ষ্মী সেহগল :- ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল আর্মির একজন চিকিৎসক ও অফিসার, তিনি আজাদ হিন্দ ফৌজে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন।

গান্ধীবাদী পর্বে মহিলাদের সমাবেশ

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের গান্ধীবাদী পর্বে, মহিলারা স্বাধীনতা আন্দোলনের গতিপথ গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন।

➢ মহিলাদের অংশগ্রহণের জন্য গান্ধীর পক্ষসমর্থন

- মহাত্মা গান্ধী উপলব্ধি করেছিলেন যে মহিলাদের ধৈর্য, সহনশীলতা এবং নৈতিক সাহসের মতো গুণাবলী রয়েছে, যা তাদের সত্যাগ্রহের (অহিংস প্রতিরোধ) জন্য আদর্শ করে তুলেছে।
- তিনি অসহযোগ ও অহিংস পদ্ধতি ব্যবহার করে স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশগ্রহণের জন্য নারীদের সক্রিয়ভাবে উৎসাহিত করেন।

➢ স্বদেশী আন্দোলন (১৯০৫)

- স্বদেশী আন্দোলনের সময় নারীদের সক্রিয় অংশগ্রহণ শুরু হয়। তারা স্কুল-কলেজসহ ব্রিটিশ পণ্য ও প্রতিষ্ঠান বর্জন করে।
- এই আন্দোলনের মাধ্যমে গণআন্দোলনে নারীদের সম্পৃক্ততার সূচনা হয়।

➢ অসহযোগ আন্দোলন (১৯২০)

- ব্রিটিশ পণ্য ও প্রতিষ্ঠান বর্জনে নারীরা সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন।
- গান্ধীর অহিংসার উপর জোর দেওয়া মহিলাদের সমান অংশগ্রহণকে সহজতর করেছিল,

Siddhanta's International Journal of
Advanced Research in Arts & Humanities
An International Peer Reviewed, Refereed Journal
Impact Factor : 5.9, ISSN(O) : 2584-2692
Vol. 1, Issue 6(1), July-August 2024
(Role of Bengal in Freedom Struggle of India - Special Issue)
Available online : https://sijarah.com/

➢ **আইন অমান্য আন্দোলন**

- আইন অমান্য আন্দোলনে নারীরা তাদের সক্রিয় অংশগ্রহণ অব্যাহত রাখে।
- তারা প্রতিবাদে অংশ নিয়েছিল, খাদি (হাতে কাটা কাপড়) প্রচার করেছিল এবং গান্ধী দ্বারা প্রবর্তিত গঠনমূলক কর্মসূচিতে অবদান রেখেছিল।

সংক্ষেপে, গান্ধীবাদী পর্বে মহিলাদের অবিচল সংকল্প এবং স্থিতিস্থাপকতা ভারতের ইতিহাসে একটি অমোচনীয় চিহ্ন রেখে গেছে, লিঙ্গ ভূমিকা এবং সামাজিক রীতিনীতিকে নতুন করে সংজ্ঞায়িত করেছে। তিনি ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসকে জনকংগ্রেসে এবং জাতীয় আন্দোলনকে গণআন্দোলনে পরিণত করেন। তিনি মানুষকে নির্ভীক ও সাহসী করে তুলেছিলেন এবং অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের অহিংস পদ্ধতি শিখিয়েছিলেন। ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামে মহাত্মা গান্ধীর ভূমিকাকে সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করা হয় কারণ তিনি এককভাবে ভারতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। গান্ধী বলেছেন যে ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতা ততক্ষণ সম্ভব নয় যতক্ষণ না আমাদের কন্যারা স্বাধীনতার লড়াইয়ে পুত্রদের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে দাঁড়াবে এবং এর জন্য তাদের নিজস্ব শক্তিকে উপলব্ধি করতে হবে।

গান্ধীবাদী নেতৃত্বে নারী

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের সময়, মহাত্মা গান্ধী মহিলাদের আন্দোলনের মূলধারায় টেনে আনতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন। তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি নারীর ক্ষমতায়ন এবং একটি নতুন সামাজিক শৃঙ্খলা গঠনে তাদের সক্রিয় অংশগ্রহণের উপর জোর দিয়েছিল। নারী নেতৃত্ব এবং ক্ষমতায়নের প্রতি গান্ধীর দৃষ্টিভঙ্গির কয়েকটি মূল দিক এখানে রয়েছে:-

➢ **গণঅংশগ্রহণ:**

Siddhanta's International Journal of
Advanced Research in Arts & Humanities
An International Peer Reviewed, Refereed Journal
Impact Factor : 5.9, ISSN(O) : 2584-2692
Vol. 1, Issue 6(1), July-August 2024
(Role of Bengal in Freedom Struggle of India - Special Issue)
Available online : https://sijarah.com/

- গান্ধীর নেতৃত্বে, যে মহিলারা আগে তাদের বাড়িতে সীমাবদ্ধ ছিল (যেমন 'পর্দানাশিন' হিন্দু বা মুসলিম উচ্চ-মধ্যবিত্ত মহিলারা) রাস্তায় নেমে এসেছিল।
- তারা গান্ধীর আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে 'প্রভাত ফেরি' (সকালের শোভাযাত্রা), খাদি (হাতে কাটা কাপড়) এবং ঘরে তৈরি লবণ বিক্রি করার মতো ক্রিয়াকলাপে অংশ নিয়েছিল।

➢ **নেতৃত্বের ভূমিকা:**

- গান্ধী মহিলাদের তাঁর আশ্রম এবং জাতীয় আন্দোলনের মধ্যে নেতৃত্বের ভূমিকা নিতে উৎসাহিত করেছিলেন।
- তিনি বিশ্বাস করতেন যে নারীরা অহিংসা, নৈতিক শক্তি এবং স্থিতিস্থাপকতার মতো গুণাবলীর অধিকারী যা তাদের আদর্শ নেতা হিসাবে গড়ে তোলে।

➢ **লিঙ্গ বৈষম্যকে চ্যালেঞ্জ করা**

- গান্ধী সামাজিক রীতিনীতিকে চ্যালেঞ্জ জানিয়েছিলেন যা মহিলাদের নিম্ন মর্যাদায় নামিয়ে দেয়।
- তিনি নারীর নারীশক্তিকে উচ্চতর করে তুলেছিলেন, জোর দিয়েছিলেন যে তাদের "weaker sex"

সংক্ষেপে, গান্ধীর দৃষ্টিভঙ্গি নারীদের পরিবর্তনের জন্য একটি সম্ভাব্য শক্তি হিসাবে স্বীকৃতি দিয়েছে। তিনি তাদের শিক্ষা, স্বাধীনতা এবং রাজনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে সমান অংশগ্রহণের পক্ষে ছিলেন, শেষ পর্যন্ত একটি মানবিক ও শোষণমুক্ত সমাজের লক্ষ্যে ছিলেন।

উপসংহার

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম ছিল একটি উল্লেখযোগ্য যাত্রা যা ১৯৪৭ সালের ভারতীয় স্বাধীনতা আইনের মাধ্যমে শেষ হয়। এখানে কিছু মূল ঘটনা এবং আন্দোলন রয়েছে যা এই ঐতিহাসিক সংগ্রামকে রূপ দিয়েছে যেমন স্বদেশী আন্দোলন (১৯০৫-১৯০৮) যেখানে ভারতীয়রা ব্রিটিশ পণ্য বর্জন করে এবং দেশীয় পণ্যের প্রচার করে। অসহযোগ আন্দোলন (১৯২০) যেখানে দেখা যায় মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে এই

Siddhanta's International Journal of
Advanced Research in Arts & Humanities
An International Peer Reviewed, Refereed Journal
Impact Factor : 5.9, ISSN(O) : 2584-2692
Vol. 1, Issue 6(1), July-August 2024
(Role of Bengal in Freedom Struggle of India - Special Issue)
Available online : https://sijarah.com/

আন্দোলনের লক্ষ্য ছিল অহিংস আইন অমান্য করে ব্রিটিশ শাসনকে প্রতিহত করা। খিলাফত আন্দোলন (১৯১৯-২৪)যেখানে উসমানীয় খিলাফতের প্রতি ব্রিটিশ সরকারের আচরণের বিরুদ্ধে একটি প্রতিবাদ এবং ডান্ডি মার্চ (১৯৩০) গান্ধীর আইকনিক লবণ মার্চ ব্রিটিশদের দ্বারা আরোপিত লবণ করকে চ্যালেঞ্জ জানিয়েছিল। এছাড়াও ভারত ছাড়ো আন্দোলন (১৯৪২) যেখানে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ব্রিটিশ শাসনের অবসানের দাবিতে গান্ধী কর্তৃক শুরু হয়েছিল। এইভাবে অনেক চেষ্টার পর ১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্ট ভারত স্বাধীনতা অর্জন করে।

এই স্বাধীনতা সংগ্রামীরা তাঁদের নিষ্ঠা, সাহস এবং নেতৃত্বের মাধ্যমে একটি মুক্ত ও গণতান্ত্রিক ভারতের পথ প্রশস্ত করেছিলেন। তাঁদের উত্তরাধিকার আজও আমাদের অনুপ্রাণিত করে।

REFRENCES:

1. Chand, Tara; History of freedom Movement in India, Vol IV, Publication Division, Govt. of India, Delhi,1961.

2. Brown, Judith; Gandhi and the civil disobedience movement, Cambridge University press, 1972.

3. Chopra, P.N; Women in India freedom struggle, Published by Ministry of education and social welfare, Govt.of India, New Delhi, 1975.

4. Kaur, Manmohan; Women's in India freedom struggle, Sterling publishers, New Delhi, 1985.

5. Chib, S.S; New Perspective on India's freedom struggle, VandeMatram Prakashan, Chandigarh, 1987.

6. Raju, Rajendra; Role of women in India's freedom struggle, South Asia Books, 1994.

7. Ralhan, O.P; Indian women through ages 5th Vol. Eminent Indian women in politics, Anmol publications, New Delhi, 1995.

Siddhanta's International Journal of
Advanced Research in Arts & Humanities
An International Peer Reviewed, Refereed Journal
Impact Factor : 5.9, ISSN(O) : 2584-2692
Vol. 1, Issue 6(1), July-August 2024
(Role of Bengal in Freedom Struggle of India - Special Issue)
Available online : https://sijarah.com/

8. Aggarwal, R.C; Constitutional Development and National Movement of India, S.Chand Publishing limited, New Delhi, 1999.

9. Mody, Nawaz; Women in India's freedom struggle; Allied Publishers, 2000.

10. Thaper, Suruchi; Women in the Indian National movement: Unseen faces and unheard voices (1930-32), Publication Pvt. Ltd., 2006

11. Aggarwal, M.G; Freedom fighter of India, Vol IV, Gyan Publishing House, 2008.

12. www.newworldencyclodeia.org